তথ্যবিবরণী নম্বর : ৪০৭০

**আধুনিক প্রযুক্তির ‘লোকোমোটিভ সিমুলেটর’ উদ্বোধন করলেন রেলপথ মন্ত্রী**

ঢাকা, ৮ কার্তিক (২৪ অক্টোবর) :

রেলপথ মন্ত্রী মোঃ নূরুল ইসলাম সুজন আজ কমলাপুরের লোকোসেড কারখানায় বাংলাদেশ রেলওয়ের ট্রেন চালকদের উন্নততর প্রশিক্ষণ প্রদানের জন্য প্রথমবারের মতো সংযোজিত আধুনিক প্রযুক্তির ‘লোকোমোটিভ সিমুলেটর’ উদ্বোধন করেন।

এ উপলক্ষে কমলাপুরে আয়োজিত অনুষ্ঠানে রেলপথ মন্ত্রী বলেন, বাংলাদেশ রেলওয়ে এগিয়ে যাচ্ছে। রেলওয়ের উন্নয়নে নতুন নতুন প্রকল্প নেওয়া হয়েছে। উন্নয়ন প্রকল্পের পাশাপাশি বিদ্যমান কাঠামোকে আরো উন্নত করার ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে। এরই ধারাবাহিকতায় এই সিমুলেটর বিদেশ থেকে আনা হয়েছে। এতে করে যাত্রীদের নিরাপত্তা আরো সুরক্ষিত হবে বলে তিনি উল্লেখ করেন।

মন্ত্রী আরো বলেন, পর্যায়ক্রমে চট্টগ্রাম-কক্সবাজার, পদ্মা রেল লিংকে ঢাকা থেকে যশোর, নারায়ণগঞ্জ থেকে জয়দেবপুর পর্যন্ত লাইনে বিদ্যুৎ দ্বারা ট্রেন চালনা করা হবে। এছাড়া অনেক মেগা প্রকল্পের কাজ চলছে।

স্পেনের প্রতিষ্ঠান Lander Simulation and Training Solution লোকোমোটিভটি তৈরি ও সরবরাহ করেছে।

অনুষ্ঠানে বাংলাদেশে নিযুক্ত স্পেনের রাষ্ট্রদূত Alvaro de Salas, বাংলাদেশ রেলওয়ের মহাপরিচালক মোঃ শামসুজ্জামান ও অতিরিক্ত সচিব মোঃ মজিবুর রহমান বক্তব্য রাখেন। এ সময় রেলপথ মন্ত্রণালয়ের ও রেলওয়ের ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তারা উপস্থিত ছিলেন।

#

শরিফুল/মাহমুদ/মোশারফ/সেলিম/২০১৯/২০৩০ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ৪০৬৯

**সম্প্রচার মাধ্যমের সবার জন্য আইনি সুরক্ষায় একসাথে কাজ করতে হবে**

 **-- তথ্যমন্ত্রী**

ঢাকা, ৮ কার্তিক (২৪ অক্টোবর) :

‘সম্প্রচার মাধ্যমের সবার জন্য আইনি সুরক্ষায় একসাথে কাজ করতে হবে’ বলেছেন তথ্যমন্ত্রী ও আওয়ামী লীগের প্রচার সম্পাদক ড. হাছান মাহ্‌মুদ।

মন্ত্রী বলেন, ‘দেশে সম্প্রচার নীতিমালা হয়েছে। সম্প্রচার আইন যদি আমরা পাস করতে পারি, সে আলোকে সম্প্রচার মাধ্যমের কর্মীদের চাকুরি সুরক্ষা হবে। এছাড়া নবম ওয়েজবোর্ডে স্পষ্ট বলা আছে, ইলেক্ট্রনিক মিডিয়ার সাংবাদিকদের জন্য একটি আলাদা নীতিমালা করতে হবে। আমি মনে করি নবম ওয়েজবোর্ডের সুপারিশের আলোকে একটি নীতিমালাও করা প্রয়োজন, যাতে করে ইলেক্ট্রনিক মিডিয়ার শ্রমিক, কর্মচারী, সাংবাদিক সবার জন্য আইনি সুরক্ষা থাকে। সে লক্ষ্যে আপনাদের সাথে নিয়ে আমি কাজ করবো। সম্প্রচার আইন ও গণমাধ্যমকর্মী আইন নিয়ে কাজ করা হচ্ছে। আশা করি, খুব সহসা আইনটি মন্ত্রিসভা হয়ে পার্লামেন্টে নিয়ে যেতে পারবো।’

আজ দুপুরে রাজধানীর কাকরাইলে বাংলাদেশ প্রেস ইনস্টিটিউট (পিআইবি) সেমিনার হলে বেসরকারি টেলিভিশন সাংবাদিকদের সংগঠন ব্রডকাস্ট জার্নালিস্ট সেন্টার-বিজেসি আয়োজিত ‘সম্প্রচার মাধ্যমের সংকট’ শীর্ষক গোলটেবিল বৈঠকে প্রধান অতিথির বক্তৃতায় মন্ত্রী একথা বলেন।

ব্রডকাস্ট জার্নালিস্ট সেন্টারের আহ্বায়ক রেজওয়ানুল হক রাজার সভাপতিত্বে ও মহাসচিব শাকিল আহমেদের সঞ্চালনায় পিআইবি মহাপরিচালক জাফর ওয়াজেদ, বাংলাদেশ ফেডারেল সাংবাদিক ইউনিয়ন-বিএফইউজে’র প্রেসিডেন্ট মোল্লা জালাল, একাত্তর টিভি’র ব্যবস্থাপনা পরিচালক মোজাম্মেল হক বাবু, ডিবিসি২৪ টিভি চ্যানেলের চেয়ারম্যান ইকবাল সোবহান চৌধুরী, বিশিষ্ট সাংবাদিক সৈয়দ ইশতিয়াক রেজা, মুন্নী সাহা, ঢাকা সাংবাদিক ইউনিয়ন-ডিইউজে’র সাধারণ সম্পাদক সোহেল হায়দার চৌধুরী প্রমুখ খোলামেলা আলোচনায় অংশ নেন।

এ সময় তথ্যমন্ত্রী গণমাধ্যমের মালিকদের উদ্দেশে বলেন, ‘সাংবাদিকদের বঞ্চিত করবেন না। সময়মতো বেতন পরিশোধ করবেন। কারণ গণমাধ্যমকর্মীরা অনেক কষ্টে কাজ করেন। তাদের এ কষ্ট সবার অনুধাবন করা প্রয়োজন।’

ড. হাছান বলেন, ‘আপনারা মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাকে নিশ্চয়ই সাধুবাদ দেবেন কারণ তাঁর হাত ধরেই এই প্রাইভেট টেলিভিশনের যাত্রা শুরু হয়। ১৯৯৬ সালে তিনি যখন সরকার গঠন করেন তখনই তিনি প্রথম প্রাইভেট টেলিভিশন চ্যানেলের লাইসেন্স দেন। সম্প্রচার মাধ্যম অর্থাৎ ইলেক্ট্রনিক মিডিয়া বাংলাদেশে গত ১১ বছরে তিন গুণের চেয়ে বেশি বেড়েছে। ২০০৯ সালে যখন মাননীয় প্রধানমন্ত্রী দ্বিতীয়বার ক্ষমতা নেন, তখন বাংলাদেশে টেলিভিশন চ্যানেলের সংখ্যা ছিল ১০টি। এখন টেলিভিশনের সংখ্যা সম্প্রচারে আছে প্রায় ৩৪টি, আমরা লাইসেন্স দিয়েছি ৪৫টিকে। অর্থাৎ আরো কিছু সম্প্রচারে আসবে। আমি মন্ত্রণালয়ে যে সমস্যাগুলো উত্তরাধিকার সূত্রে পেয়েছি সেগুলো সমাধানের জন্য প্রথম থেকেই চেষ্টা করেছি। দীর্ঘদিনের পূঞ্জিভুত সমস্যা হঠাৎ করে সমাধান করে দেয়া যায় না, একটু সময় প্রয়োজন।’

‘এরপরও অনেক সমস্যা ইতোমধ্যেই সমাধান হয়েছে’ জানিয়ে মন্ত্রী বলেন, ‘যেমন কেব্‌ল নেটওয়ার্কে টেলিভিশনের ক্রম ঠিক রাখার জন্যে বা উপরে নেওয়ার জন্য কেব্‌ল অপারেটরদের সাথে যে দেন-দরবার করতে হতো এবং দেন-দরবারের সাথে আরো অন্যান্য কিছুও করতে হতো। সেটি করে সিরিয়াল ঠিক করা হলো পরে আবার নামিয়ে দিতো, এখন সেই পরিস্থিতির সারাদেশে অবসান ঘটেছে।’

‘দ্বিতীয়ত: টেলিভিশনে বাংলাদেশের বিজ্ঞাপন বিদেশে চলে যাচ্ছিল; উল্লেখ করে ড. হাছান বলেন, ‘বাংলাদেশে বিদেশি চ্যানেলে বিজ্ঞাপন দেখানো আইনসম্মত নয়, আইনবিরোধী। ডাউনলিংকের পারমিশন যারা পেয়েছে, তাদের সবাইকে আমরা চিঠি দিয়েছি, মন্ত্রণালয়ে ডেকে পাঠানো হয়েছে এবং বিদেশি চ্যানেলগুলোকেও তারা জানিয়েছে। এতে যেটি হয়েছে বাংলাদেশের যে বিজ্ঞাপন বিদেশি চ্যানেলে প্রচার হতো সেটি পুরোপুরি বন্ধ হয়েছে। তবে, বাংলাদেশের কয়েকটি কোম্পানির ভারতেও কারখানা আছে, ভারতে রেজিস্ট্রারপ্রাপ্ত। ভারতের রেজিস্ট্রার্ড কোম্পানি যখন বিজ্ঞাপন দেয়, এটি আমাদের আওতায় পড়ে না। তবুও এ বিষয়ে আমরা ব্যাখ্যা চেয়েছি।’

মন্ত্রী বলেন, ‘সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম বা বিদেশি চ্যানেলে বিজ্ঞাপন চলে যাচ্ছিল, সেটি তো আর যাচ্ছে না। এখন যারা মালিক পক্ষ নিশ্চয় জানেন ছয় মাস আগের তুলনায় টেলিভিশনগুলো অনেক ভালো চলছে। যেটা সিঙ্গাপুরে অন্য কোম্পানির মাধ্যমে চলে যেত, আর হুন্ডি হয়ে টাকা চলে যেত, সেটা বন্ধ হয়েছে। সুতরাং পরিস্থিতি ধীরে ধীরে উন্নত হচ্ছে। একটি পদক্ষেপ নেওয়ার পর কার্যকর হতে কয়েক মাস সময় লাগে।’

‘এখানে একটি বড় সমস্যা হচ্ছে সম্প্রচার মাধ্যমে এখনো ডিজিটাল হয়নি, বেআইনি বিজ্ঞাপন বন্ধ বাস্তবায়ন করার ক্ষেত্রে এটি একটি বড় অন্তরায়। আমরা সম্প্রচার মাধ্যমকে ডিজিটাল করার জন্য কাজ করছি। যত তাড়াতাড়ি সম্ভব এই সম্প্রচার মাধ্যমকে ডিজিটাল করা হবে। এর বাইরেও বিদেশি চ্যানেল যাতে ক্লিন ফিড দেয়, সেজন্য আরো সে চিন্তা-ভাবনাও আমাদের আছে। বিদেশি চ্যানেল বন্ধ করা আমাদের উদ্দেশ্য নয়। বিদেশি এই চ্যানেলগুলোর যেহেতু দর্শক তৈরি হয়েছে, আমরা যখন আইনের কড়াকড়ি করতে যাই, যারা এগুলো ডাউনলিংক করে এখানে সম্প্রচার করে তখন এই দর্শকদের কাজে লাগিয়ে তারা ব্ল্যাকমেইল করার চেষ্টা করে। কিন্তু দেশের আইন বাস্তবায়ন করার জন্য আমরা বদ্ধপরিকর। যাতে দেশের আইন বাস্তবায়িত হয় সে লক্ষ্যে আমরা কাজ করছি।’

তথ্যমন্ত্রী বলেন, ‘বাংলাদেশের নাট্যকর্মীরা নাটক পায় না, বাংলাদেশের বিজ্ঞাপনচিত্রে যারা অভিনয় করে তারা ঠিকমতো কাজ পাচ্ছে না, আমাদের দেশে ছেলেমেয়েরা অনেক স্মার্ট এবং তারা ভালো বিজ্ঞাপন বানায়। ইদানীং আমরা দেখতে পাচ্ছি কয়েকটি টেলিভিশন চ্যানেলে বিদেশি সিরিয়াল নিয়ে এসে ডাবিং করে সেগুলো সম্প্রচার করা হচ্ছে, এমনকি ত্রিশ বছরের পুরনো সিরিয়ালও। বাংলাদেশি পণ্যের বিজ্ঞাপন বিদেশে বানিয়ে নেয়া হচ্ছে, অনেক ভালো ভালো শিল্পী থাকা সত্ত্বেও বিদেশে সেকেন্ড গ্রেডের শিল্পী দিয়ে সেগুলো বানিয়ে নেওয়া হচ্ছে। এতে আমাদের ছেলেমেয়েরা বঞ্চিত হচ্ছে। আমাদের ইন্ডাস্ট্রি বঞ্চিত হচ্ছে। আমরা এ ব্যাপারেও উদ্যোগ নিয়েছি, এজন্য ট্যাক্স দিতে হবে। এ উদ্যোগ কেউ নেয়নি।’

ড. হাছান বলেন, ‘আমরা ইতোমধ্যেই বিদেশি সিরিয়াল প্রচারের ক্ষেত্রে সরকারের অনুমতি নিয়ে প্রচার করার জন্য পরিপত্র জারি করেছি। এবং যারা চালাচ্ছে তারা অনুমতি নিচ্ছে। যেখানে একটি সিনেমা সেন্সরবোর্ড অনুমতি নিয়ে আসতে হয়, সেখানে একটি সিরিয়াল যেটিতে ৫০ বা ১০০ পর্ব আছে, সেটি কি সরকারের কাছে একটি চিঠি দিলেই কি আমরা অনুমতি দিয়ে দিবো ? সে কিন্তু হওয়া সমীচীন নয়। সেজন্য আমরা একটি কমিটি করে দিচ্ছি খুব সহসা, সেন্সর বোর্ডে যেমন ছবি প্রদর্শন করতে হয় সেরকম এ কমিটির কাছে উপস্থাপন করতে হবে। কমিটি যদি মনে করে এটি আমার ভাষা, সংস্কৃতি কৃষ্টির সাথে যায়, দেশের জনগোষ্ঠী বিপদে পড়বে না অর্থাৎ সেন্সর বোর্ড যে বিবেচনায় একটি সিনেমা অনুমোদন দেয়, সেই বিবেচনাগুলো এবং রাষ্ট্রস্বার্থ, দেশের স্বার্থ, জনগণের স্বার্থ, জনগণের মনন তৈরি স্বার্থ, জনগণের মানসিকতা তৈরির স্বার্থ এগুলো বিবেচনা করে তারপর অনুমতি দেয়া হবে। এগুলো কিন্তু আগে হয়নি।’

মোবাইল অপারেটরদের উদ্দেশে তথ্যমন্ত্রী বলেন, ‘মোবাইল ফোন কোম্পানিগুলোকে শুধু কোম্পানি নেটওয়ার্ক পরিচালনা করার জন্য লাইসেন্স দেওয়া হয়েছে। তাদেরকে ভিডিও কনটেন্ট তৈরি করে সেটিকে সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে অথবা অন্য মাধ্যমে সেটি প্রচার করা আবার সেখানে বিজ্ঞাপন নেওয়ার জন্য আবার টাকা নেওয়ার এই লাইসেন্স তো তাদেরকে দেওয়া হয়নি। এক্ষেত্রে আইন বাস্তবায়ন করতে যাচ্ছি। এখানেও প্রচুর বিজ্ঞাপন চলে যায়। একজনের ডোমেইনে আরেকজনের আগ্রাসন করা সঠিক নয়। এটি আইন বহির্ভূত। এটি যাতে না হয়, এখানে যাতে একটি পরিপূর্ণ শৃঙ্খলা আসে সেজন্য আমরা কাজ করছি।’

‘নবম ওয়েজবোর্ড ঘোষণা একটি বড় চ্যালেঞ্জ ছিল’ উল্লেখ করে মন্ত্রী বলেন, ‘একটি মামলা হয়েছিল। মামলায় সরকারের ওপর রুল জারি হয়েছিল। এবং আমরা ওয়েজবোর্ড ঘোষণা করার কারণে আরেকটি মামলা হয়েছে। আইনি প্রতিবন্ধকতার মধ্যেই সমস্ত চ্যালেঞ্জগুলোকে মাথায় নিয়েই এটি ঘোষণা করা হয়েছে।’

তথ্যমন্ত্রী ড. হাছান বলেন, ‘আমি সবসময় মন্ত্রী থাকবো না, সুতরাং আমি আপনাদের একজন। আমি ছোটবেলা থেকে সংবাদকর্মী। আমাকে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী এই দায়িত্ব দিয়েছেন। আমি আপনাদের হয়ে, আপনাদের দৃষ্টিতে বিষয়গুলোকে দেখার চেষ্টা করি। এরপরও দায়িত্বে থাকলে সবপক্ষের কথা শুনতে হয়। সেখানে একটি ভারসাম্য তৈরি করতে হয়। এটিও আশা করি আপনারা অনুধাবন করবেন। এই কাজ যত চ্যালেঞ্জই হোক, আপনাদের সাথে নিয়ে এগিয়ে যাব, গণমাধ্যমের স্বার্থে, দেশের স্বার্থে, জনগণের স্বার্থে।’

#

আকরাম/মাহমুদ/মোশারফ/সেলিম/২০১৯/২০২০ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ৪০৬৮

**নুসরাত হত্যাকা-ের বিচার আইনের শাসনের উজ্জ¦ল দৃষ্টান্ত**

 **--- গৃহায়ন ও গণপূর্ত মন্ত্রী**

ঢাকা, ৮ কার্তিক (২৪ অক্টোবর) :

 গৃহায়ন ও গণপূর্ত মন্ত্রী শ ম রেজাউল করিম বলেছেন, ‘নুসরাত হত্যাকা-ের বিচারের মাধ্যমে বাংলাদেশে আইনের শাসনের ইতিহাসে উজ্জ¦ল দৃষ্টান্ত স্থাপন হয়েছে। এ হত্যাকা-ে দ্রুততার সাথে তদন্ত ও বিচার শেষ হয়েছে। আইনি প্রক্রিয়ায় প্রত্যাশিত দ- আরোপ করা হয়েছে। দ্রুততম সময়ের মধ্যে এ নির্মম হত্যাকা-ের বিচারে আইনজীবীগণ গৌরবময় ভূমিকা পালন করেছেন। এভাবে সমাজ বিনির্মাণে আইনজীবীরা বিশাল ভূমিকা পালন করতে পারেন’।

 আজ রাজধানীর সুপ্রীম কোর্ট বার মিলনায়তনে খুলনা বিভাগীয় আইনজীবী সমিতি, ঢাকা-এর কার্যনির্বাহী কমিটি ২০১৯-২০২০ এর অভিষেক অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তব্যে মন্ত্রী এসব কথা বলেন।

 আইনজীবীদের উদ্দেশ্যে শ ম রেজাউল করিম বলেন, ‘আইনের শাসন প্রতিষ্ঠায় আইনজীবিদের ভূমিকা অনেক। আইন অঙ্গনকে নৈতিকতার অবস্থানে ফিরিয়ে আনা দরকার। এ অঙ্গনে পরস্পরের মধ্যে সৌহাদ্য, শ্রদ্ধা ও সম্প্রীতি থাকতে হবে। তা না হলে এখানে শূন্যতা সৃষ্টি হতে পারে। আইন অঙ্গনে সকলের মধ্যে সম্পর্কের যে গৌরব, তা পুনরুদ্ধার করা দরকার। এ জন্য মৌলিক সুকুমার বৃত্তির চর্চা দরকার, আত্মসমালোচনা আর আত্মশুদ্ধি দরকার’।

 খুলনা বিভাগীয় আইনজীবী সমিতি, ঢাকা-এর সভাপতি এডভোকেট সৈয়দ আমজাদ হোসেনের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে প্রধান আলোচক হিসেবে সূচনা বক্তব্য প্রদান করেন সুপ্রীম কোর্টের সিনিয়র এডভোকেট ও খুলনা বিভাগীয় আইনজীবী সমিতি, ঢাকা-এর প্রধান উপদেষ্টা ব্যারিস্টার এম আমির-উল-ইসলাম। বিশেষ অতিথির বক্তৃতা করেন জনপ্রশাসন প্রতিমন্ত্রী ফরহাদ হোসেন, সুপ্রীম কোর্টের বিচারপতি শশাঙ্ক শেখর সরকার, সুপ্রীম কোর্ট বার এসোসিয়েশনের সভাপতি এম আমিন উদ্দিন প্রমুখ।

#

ইফতেখার/ফারহানা/মোশারফ/জয়নুল/২০১৯/২০৪৫ঘণ্টা

Handout Number :  4067

Faruk Khan meets Foreign Minister of Singapore

**Singapore’s strong support on the Rohingya issue sought**

Singapore, October 24 :

A delegation from ParliamentaryStanding Committee on Foreign Affairs Headed by the Chairman Muhammad Faruk Khan, MPcalled on the Foreign Minister of Singapore Dr. Vivian Balakrishnan at the Ministry of Foreign Affairs of Singapore today.

Faruk Khan was accompanied by other two Parliament members, Nurul Islam Nahid, MP and Kazi Nabil Ahmed, MP. Bangladesh High Commissioner in Singapore was also present there.

In the beginning of the discussion Singapore Foreign Minister appreciated Bangladesh’s efforts for providing best possible humanitarian assistance despite numerous challenges and constraints Bangladesh has. Later, various aspects and challenges concerning the repatriation of the forcibly displaced Myanmar nationals were discussed at length. Bangladesh side sought Singapore’s strong support on the Rohingya issue. Singapore Foreign Minister reiterated that Singapore’s support on this issue will be continued, and also mentioned that he would discuss this issue in the next ASEAN Summit in Bangkok.

Members of Parliamentary Standing Committee on Foreign Affairs are now in Singapore on a four-day visit and will leave Singapore on 27 October 2019.

#

Tohidul/Mahmud/Mosharaf/Salim/2019/1920 Hrs

তথ্যবিবরণী নম্বর : ৪০৬৬

**বঙ্গবন্ধুর জন্মশতবার্ষিকী উদ্যাপনে একশ’ দিনের কাউন্টডাউন**

ঢাকা, ৮ কার্তিক (২৪ অক্টোবর) :

 জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশতবার্ষিকী ও মুজিববর্ষ উদ্যাপন শুরু হবে ২০২০ সালের ১৭ মার্চ তারিখে। স্বাধীন বাংলাদেশের স্থপতিকে আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জানানোর জন্য সমগ্র জাতি এই মুহূর্তটির জন্য অপেক্ষা করছে। তাই বঙ্গবন্ধুর একশ’তম জন্মবার্ষিকী ও মুজিববর্ষ উদ্যাপন শুরুর একশ’ দিন আগে থেকে শুরু হবে ক্ষণ গণনার পালা।

 জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশতবার্ষিকী উদ্যাপন জাতীয় বাস্তবায়ন কমিটির প্রধান সমন্বয়ক ড. কামাল আবদুল নাসের চৌধুরী আজ কমিটির কার্যালয় আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউটে ঢাকাসহ সারা দেশে একযোগে বঙ্গবন্ধুর জন্মশতবার্ষিকী ও মুজিববর্ষ উদযাপনের নানা আয়োজন সংক্রান্ত এক সভায় সভাপতির বক্তব্যে এসব কথা বলেন।

 বঙ্গবন্ধুর জন্মদিন ১৭ মার্চ জাতীয় শিশু দিবস হিসেবে পালিত হয়। তবে আগামী বছর বঙ্গবন্ধুর একশ’তম জন্মবার্ষিকী ও মুজিববর্ষ উদ্যাপনের আয়োজনও যোগ হতে যাচ্ছে এর সাথে ১৭ মার্চ তারিখে সোহরাওয়ার্দী উদ্যানে বঙ্গবন্ধুর একশ’তম জন্মবার্ষিকী ও মুজিববর্ষ উদ্যাপনের উদ্বোধন অনুষ্ঠান শুরুর সাথে সাথে সারা দেশে একযোগে অনুষ্ঠানটির সম্প্রচার করা হবে। বঙ্গবন্ধুর জীবন ও কর্ম নিয়ে ইতিহাসভিত্তিক তথ্য ও ছবির প্রদর্শনী, বাংলাদেশের গর্বের উপাদানমূহের ডিসপ্লে-সহ আকর্ষণীয় আলোকসজ্জা, আতশবাজির আয়োজন থাকবে।

 সভায় জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের সচিব ফয়েজ আহম্মদ, স্থানীয় সরকার বিভাগের সচিব হেলালুদ্দীন আহমদের উপস্থিতিতে ঢাকার দুই সিটি করপোরেশন-সহ সারা দেশের সব সিটি করপোরেশনের ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তাদের দিকনির্দেশনা প্রদান করা হয়। জাতীয় বাস্তবায়ন কমিটির ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তাবৃন্দ এ সময় উপস্থিত ছিলেন।

#

নাসরীন/ফারহানা/মোশারফ/জয়নুল/২০১৯/২০২০ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ৪০৬৫

**নিরাপদ খাদ্য নিশ্চিতকরণে কাজ করছে সরকার**

**--- মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ প্রতিমন্ত্রী**

ঢাকা, ৮ কার্তিক (২৪ অক্টোবর) :

 মৎস্য ও প্রাাণিসম্পদ প্রতিমন্ত্রী মোঃ আশরাফ আলী খান খসরু বলেছেন, বর্তমান সরকারের যুগোপযোগী পদক্ষেপ ও কার্যক্রমে ফলে দেশ আজ খাদ্যে স¦য়ংসম্পূর্ণ হয়ে উঠেছে। দেশে খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিত হয়েছে, এখন শুধু দরকার নিরাপদ খাদ্য। আর এ নিরাপদ খাদ্য নিশ্চিতকরণে খাদ্যে মাত্রাতিরিক্ত এন্টিবায়োটিক ও অন্যান্য ক্ষতিকর উপাদান নিয়ন্ত্রণে সরকার দৃঢ়তার সাথে কাজ করে যাচ্ছে।

 প্রতিমন্ত্রী আজ ঢাকায় কৃষিবিদ ইনস্টিটিউশন মিলনায়তনে বাংলাদেশ অ্যানিমেল হাজবেন্ড্রি সোসাইটি আয়োজিত ‘অপযরবাবসবহঃ ড়ভ ঝউএং ঞযৎড়ঁময খরাবংঃড়পশ উবাবষড়ঢ়সবহঃ : জড়ষব ড়ভ অহরসধষ ঐঁংনধহফৎু’ শীর্ষক সেমিনারে প্রধান অতিথির বক্তৃতায় এসব কথা বলেন।

 বাংলাদেশ অ্যানিমেল হাজবেন্ড্রি সোসাইটির সভাপতি মাহাবুব হাসানের সভাপতিত্বে আরো বক্তৃতা করেন মৎস্য ও প্রাাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়ের অতিরিক্ত সচিব কাজী ওয়াছি উদ্দিন, প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তরের মহাপরিচালক হীরেশ রঞ্জন ভৌমিক, বাংলাদেশ প্রাণিসম্পদ গবেষণা ইনস্টিটিউটের মহাপরিচালক নাথু রাম সরকার এবং বাংলাদেশ কৃষি বিশ^বিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক লুৎফুল হাসান।

#

কামরুল/ফারহানা/মোশারফ/জয়নুল/২০১৯/১৯৪০ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ৪০৬৪

**বর্জ্য ব্যবস্থাপনায় জনগণকে সচেতন ও দায়িত্বশীল হওয়ার আহ্বান স্থানীয় সরকার মন্ত্রীর**

ঢাকা, ৮ কার্তিক (২৪ অক্টোবর) :

বর্জ্য ব্যবস্থাপনায় সরকারের পাশাপাশি জনগণকে আরো সচেতন ও দায়িত্বশীল হওয়ার আহ্বান জানিয়েছেন স্থানীয় সরকার মন্ত্রী মোঃ তাজুল ইসলাম।

আজ রাজধানীর হোটেল ইন্টারকন্টিনেন্টালে বাংলাদেশের স্থানীয় সরকার বিভাগ ও জাপানের পরিবেশ মন্ত্রণালয়ের যৌথ আয়োজনে ‘বাংলাদেশ-জাপান বর্জ্য হতে বিদ্যুৎ’ শীর্ষক কর্মশালায় প্রধান অতিথির বক্তৃতায় মন্ত্রী এ আহ্বান জানান।

জাপান বাংলাদেশের পরীক্ষিত বন্ধু উল্লেখ করে মন্ত্রী বলেন, স্বাধীনতার পর থেকে বাংলাদেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে সহায়তার পাশাপাশি দক্ষতা বৃদ্ধিতে জাপান সার্বিক সহযোগিতা করে যাচ্ছে। উন্নত প্রযুক্তি ব্যবহার করে পরিবেশবান্ধব বর্জ্য ব্যবস্থাপনায় কাজ করছে জাপান। বাংলাদেশ এ বিষয়ে জাপানি প্রযুক্তি ও অভিজ্ঞতা কাজে লাগাতে পারে।

কর্মশালায় জাপানের বর্জ্য ব্যবস্থাপনা বিশেষ করে বর্জ্য হতে বিদ্যুৎ উৎপাদন প্রযুক্তির বিভিন্ন দিক তুলে ধরা হয়। এতে জানানো হয় জাপানের বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে বর্জ্য থেকে বিদ্যুৎ উৎপাদন প্লান্ট বাস্তবায়ন করেছে। বাংলাদেশে এ খাতে বিনিয়োগের জন্য কর্মশালায় অংশগ্রহণকারী জাপানি প্রতিষ্ঠানগুলো আগ্রহ প্রকাশ করেছে।

স্থানীয় সরকার বিভাগের সচিব হেলালুদ্দীন আহমদের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত এ কর্মশালায় বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন জাপানের বৈশ্বিক পরিবেশ বিষয়ক সাবেক উপমন্ত্রী শিগেমোতো কাজিহারা। এছাড়া সিলেট সিটি কর্পোরেশনের মেয়র আরিফুল হক চৌধুরী, স্থানীয় সরকার বিভাগের অতিরিক্ত সচিব মাহবুব হোসেন, বাংলাদেশে জাপানি দূতাবাসের কাউন্সিলর ইয়াসুহারু শিন্তো-সহ বাংলাদেশের সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়, বিভাগ ও প্রতিষ্ঠানের ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তারা উপস্থিত ছিলেন।

#

হাসান/মাহমুদ/মোশারফ/সেলিম/২০১৯/১৯০০ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ৪০৬৩

**সব উপজেলায় অ্যান্টি-ভেনম দেয়া হবে**

 **-- স্বাস্থ্যমন্ত্রী**

ঢাকা, ৮ কার্তিক (২৪ অক্টোবর) :

 স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রী জাহিদ মালেক বলেছেন, সাপের কামড় থেকে আরোগ্য লাভে খুব দ্রুত দেশের সব উপজেলা হাসপাতালে অ্যান্টি-ভেনম দেয়া হবে।

 আজ হোটেল ইন্টারকন্টিনেন্টালে রূপসী বাংলা বলরুমে নন-কমিউনিকেবল ডিজিজ কন্ট্রোল প্রোগ্রাম আয়োজিত ‘সর্প দংশন বিষয়ক সেমিনার’ এ প্রধান অতিথির বক্তৃতায় স্বাস্থ্যমন্ত্রী একথা বলেন ।

 মন্ত্রী আরো বলেন, দেশে প্রতি বছর ৬-৭ হাজার মানুষ সাপের কামড়ে মারা যাচ্ছে। সে হিসেবে প্রতিদিন গড়ে অন্তত ১৬ জন মানুষের মৃত্যু ঘটে সাপের কামড়ে। বর্তমানে দেশের সব জেলা শহরের হাসপাতালে অ্যান্টি-ভেনম দেয়া হচ্ছে কিন্তু উপজেলা পর্যায়ে অ্যান্টি-ভেনমের অভাব রয়েছে। এ কারণে দ্রুত ব্যবস্থা গ্রহণের উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে।

 নন-কমিউনিকেবল ডিজিজ কন্ট্রোল প্রোগ্রামের লাইন ডাইরেক্টর ডা. নূর মোহাম্মদের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত থেকে স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের মহাপরিচালক অধ্যাপক ডা. আবুল কালাম আজাদ বলেন, দেশের অ্যান্টি-ভেনম আনা হয় ভারত থেকে। কিন্তু ভারতের সাপের ধরন বাংলাদেশের সাপের ধরন থেকে কিছুটা ভিন্নতর লক্ষ্য করা যাচ্ছে। এ কারণে এখন থেকে বাংলাদেশের সাপের ধরনের কথা ভেবে অ্যান্টি-ভেনম উৎপাদনের উদ্যোগ নিতে হবে।

বাংলাদেশে সর্পদংশনে একটিও অকাল মৃত্যু যেন না হয় তার ব্যবস্থা নিশ্চিত করতে বিশ^ স্বাস্থ্য সংস্থা প্রণীত কৌশলপত্রের আলোকে জরুরিভাবে বাংলাদেশে সর্পদংশনের কৌশলপত্র ও অর্থের ব্যবস্থা-সহ সময়াবদ্ধ কর্মপরিকল্পনা প্রণয়নের উপর অতিথি ও বক্তারা গুরুত্বারোপ করেন।

 সেমিনারে স্বাস্থ্য বিভাগের বিভিন্ন সেক্টরের ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তা-সহ স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের অতিরিক্ত মহাপরিচালক অধ্যাপক ডা. এনায়েত হোসেন ও স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের সাবেক মহাপরিচালক অধ্যাপক ডা. এম. এ. ফয়েজ উপস্থিত ছিলেন।

#

মাইদুল/মাহমুদ/মোশারফ/সেলিম/২০১৯/১৯১০ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ৪০৬২

ভূমি অধিগ্রহণে ক্ষতিগ্রস্তদের ক্ষতিপূরণের পাশাপাশি পুনর্বাসনে সহায়তা করা হবে

 --- ভূমি সচিব

ঢাকা, ৮ কার্তিক (২৪ অক্টোবর) :

 ভূমি সচিব মোঃ মাক্ছুদুর রহমান পাটওয়ারী বলেছেন, ‘প্রচলিত অধিগ্রহণ আইন ও অধ্যাদেশে জমি-অধিগ্রহণে ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তিদের পুনর্বাসনের কোনো আইনি বিধান ছিল না। ভূমি অধিগ্রহণ কার্যক্রম যুগোপযোগী করা ও আরো গতিশীলতা আনয়নের লক্ষ্যে প্রণীত‘স্থাবর সম্পত্তি অধিগ্রহণ ও হুকুমদখল আইন, ২০১৭’-এর ৯ ধারার (৪) উপধারা অনুযায়ী জমি অধিগ্রহণে ক্ষতিগ্রস্তদের পুনর্বাসনের নীতিমালা করছে সরকার’।

 আজ বাংলাদেশ সচিবালয়ে ভূমি মন্ত্রণালয়ের সম্মেলন কক্ষে ‘ভূমি অধিগ্রহণে ক্ষতিগ্রস্তদের জাতীয় পুনর্বাসন নীতিমালা ২০১৯’ চূড়ান্তকরণের লক্ষ্যে আয়োজিত কর্মশালায় ভূমি সচিব এসব কথা বলেন।

 ভূমি সচিব কর্মশালায় অংশগ্রহণকারী কর্মকর্তাদের মাঠ পর্যায়ের অফিস পরিদর্শন ও পরবর্তীতে অগ্রগতি পর্যবেক্ষণ, গণশুনানি করা, স্বচ্ছতার সাথে ক্ষতিপূরণের অর্থ প্রদান এবং সঠিকভাবে ভূমি রাজস্ব আহরণে আরো ভালোভাবে কাজ করার নির্দেশ প্রদান করেন। তিনি বলেন, ভূমিসেবা হটলাইন ১৬১২২ এ প্রাপ্ত অভিযোগগুলো ভূমিমন্ত্রী নিয়মিত মনিটরিং করছেন।

 ভূমি মন্ত্রণালয়ের অতিরিক্ত সচিব (অধিগ্রহণ) মোঃ সিরাজ উদ্দিন আহমেদের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত কর্মশালায় আরো উপস্থিত ছিলেন ভূমি মন্ত্রণালয়ের অতিরিক্ত সচিব মোঃ মজিবর রহমান, মোঃ আবদুল হক, আনিস মাহমুদ ও ঢাকার বিভাগীয় কমিশনার মোহাম্মদ জয়নুল বারী। এছাড়া বিভিন্ন মন্ত্রণালয় থেকে আগত যুগ্মসচিব ও উপসচিব পর্যায়ের প্রতিনিধিবৃন্দ, বিভিন্ন জেলা থেকে আগত জেলা প্রশাসক, অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক (রাজস্ব) ও ভূমি অধিগ্রহণ কর্মকর্তাবৃন্দ কর্মশালায় অংশগ্রহণ করেন।

#

নাহিয়ান/ফারহানা/মোশারফ/জয়নুল/২০১৯/১৮৫৫ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ৪০৬১

**জ্বালানির সহজলভ্যতা ও নিরাপত্তা নিশ্চিতে অংশীদারিত্ব বাড়াতে হবে**

 **-- বিদ্যুৎ প্রতিমন্ত্রী**

ঢাকা, ৮ কার্তিক (২৪ অক্টোবর) :

বিদ্যুৎ, জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ প্রতিমন্ত্রী নসরুল হামিদ বলেছেন, জ্বালানির সহজলভ্যতা ও নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে বাড়াতে হবে অংশীদারিত্ব। পারস্পরিক সহযোগিতা উন্নয়নে সহায়তা করবে এবং প্রযুক্তির অবাধ প্রবাহ নিশ্চিত করবে।

প্রতিমন্ত্রী আজ আজারবাইজানের রাজধানী বাকুতে আন্তর্জাতিক এনার্জি চার্টার ফোরামের উদ্যোগে আয়োজিত ‘প্রযুক্তি এবং নীতি উদ্ভাবনের মাধ্যমে জ্বালানির রূপান্তর’ শীর্ষক মন্ত্রী পর্যায়ের আলোচনা সভায় এসব কথা বলেন।

প্রতিমন্ত্রী এ সময় বাংলাদেশের অভিজ্ঞতা, সাফল্য ও সম্ভাবনা সম্পর্কে পর্যালোচনা করেন। এ সময় তিনি জ্বালানি নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে আঞ্চলিক সহযোগিতার গুরুত্ব এবং নবায়নযোগ্য জ্বালানির চ্যালেঞ্জসমূহ বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে উপস্থাপন করেন।

প্রতিমন্ত্রী জ্বালানি বিনিয়োগ, প্রযুক্তি হস্তান্তর, অভিজ্ঞতা বিনিময় ইত্যাদির মাধ্যমে জ্বালানি নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে এনার্জি চার্টার ফোরামকে সক্রিয় ভূমিকা রাখার অনুরোধ করেন। তিনি বলেন, বাংলাদেশ আন্তর্জাতিক অংশীদারিত্বের মাধ্যমে নিরবচ্ছিন্ন জ্বালানির সহজলভ্যতার জন্য সহযোগিতা করতে বদ্ধপরিকর।

অনুষ্ঠানে অন্যান্যের মাঝে আজারবাইজান, আলবেনিয়া, স্পেন, মঙ্গোলিয়া ও তুরস্কে জ্বালানি বিষয়ক মন্ত্রী/উপমন্ত্রী এবং আন্তর্জাতিক এনার্জি চার্টার ফোরামের মহাসচিব বক্তব্য রাখেন।

#

আসলাম/মাহমুদ/মোশারফ/সেলিম/২০১৯/১৮৪০ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ৪০৬০

**জাতিকে প্রযুক্তি জ্ঞানসম্পন্ন করে তৈরি করতে হবে**

 **-- প্রতিমন্ত্রী পলক**

ঢাকা, ৮ কার্তিক (২৪ অক্টোবর) :

তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি প্রতিমন্ত্রী জুনাইদ আহমেদ পলক বলেছেন, ডিজিটাল বাংলাদেশ গড়ে তুলতে হলে জাতিকে প্রযুক্তি জ্ঞানসম্পন্ন করে তৈরি করতে হবে। ডিজিটাল নেতৃত্ব গঠন করতে হলে জাতিকে ডিজিটালি সচেতন হতে হবে।

প্রতিমন্ত্রী আজ রাজধানীর ন্যাশনাল ডিফেন্স কলেজ (এনডিসি)-তে ২০তম এনডিসি কোর্সের প্রশিক্ষণার্থীদের উদ্দেশে অতিথি বক্তা হিসেবে এসব কথা বলেন। তিনি দেশ বিদেশের ৮৪ জন সামরিক বেসামরিক কর্মকর্তার উদ্দেশে ‘ডিজিটাল বাংলাদেশ : ফিলসফি অভ্ রেভ্যুলেশন’ শীর্ষক এক উপস্থাপনা তুলে ধরেন।

আইসিটি প্রতিমন্ত্রী আরো বলেন, ইনোভেশন বা উদ্ভাবনই হচ্ছে প্রতিটি জাতির মূল শক্তি। উদ্ভাবনী কাজে তরুণ এবং স্টার্টআপদের সরকার এগিয়ে নিতে চায়। আইসিটি বিভাগের আইডিয়া প্রকল্পের আওতায় এ তরুণ উদ্যোক্তাদের আর্থিক সহায়তা, প্রণোদনা, মেন্টোরিং-সহ বিভিন্নভাবে সহায়তা প্রদান করা হচ্ছে। তিনি বলেন, ২০২১ সাল নাগাদ দেশের ৯০ শতাংশ জনগণকে ইন্টারনেটের আওতায় নিয়ে আসা হবে। আগামী তিন থেকে চার বছরের মধ্যে প্রায় তিন হাজার সরকারি সেবা ডিজিটাল প্ল্যাটফর্মে নিয়ে আসার পরিকল্পনা রয়েছে।

অনুষ্ঠান শেষে এক্সিম ব্যাংকের সৌজন্যে প্রধানমন্ত্রীর তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিষয়ক উপদেষ্টা সজীব আহমেদ ওয়াজেদের পক্ষে আইসিটি প্রতিমন্ত্রী এনডিসি কর্তৃপক্ষের কাছে ৫০টি ল্যাপটপ প্রদান করেন।

অনুষ্ঠানে এনডিসি কমান্ড্যান্ট লেফটেন্যান্ট জেনারেল শেখ মামুন খালেদ-সহ সকল অনুষদ সদস্য, এনডিসি ২০১৯ এর সকল কোর্স সদস্য এবং স্টাফ অফিসারগণ উপস্থিত ছিলেন।

#

শহিদুল/মাহমুদ/মোশারফ/সেলিম/২০১৯/১৮৩০ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ৪০৫৯

টেলিযোগাযোগ মন্ত্রীর সাথে কেডিডিআইয়ের বৈঠক

ফাইভ জি খাতে জাপানের কেডিডিআই বাংলাদেশে বিনিয়োগ করবে

ঢাকা, ৮ কার্তিক (২৪ অক্টোবর) :

 জাপানের দ্বিতীয় বৃহত্তম টেলিকম কোম্পানি কেডিডিআই বাংলাদেশে ফাইভ জি, আইওটি, বিশেষ অর্থনৈতিক অঞ্চল এবং কানেক্টিভিটি খাতসহ ডিজিটাল প্রযুক্তি খাতে বিনিয়োগে আগ্রহ প্রকাশ করেছে।

 ডাক ও টেলিযোগাযোগ মন্ত্রী মোস্তাফা জব্বারের সাথে আজ বাংলাদেশ সচিবালয়ে তাঁর দপ্তরে কেডিডিআই এর গ্লোবাল আইসিটি ডিভিশনের জেনারেল ম্যানেজার হিরায়েসু মরিশিতা (ঐওজঙণঅঝট গঙজওঝঐওঞঅ) এর নেতৃত্বে দুই সদস্যের এক প্রতিনিধিদল সাক্ষাৎ করে বিনিয়োগের এই আগ্রহ প্রকাশ করেন। প্রতিনিধিদলের অপর সদস্য হলেন কেডিডিআই সিঙ্গাপুরের আইসিটি সেলস ডিপার্টমেন্টের ডেপুটি ম্যানেজিং ডাইরেক্টর তাকাশি আওয়া (ঞঅকঊঝঐও অডঅ)।

 টেলিযোগাযোগ মন্ত্রী জাপানকে বাংলাদেশের অকৃত্রিম বন্ধু হিসেবে উল্লেখ করে বলেন, বাংলাদেশ গত ১১ বছরে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার গতিশীল নেতৃত্বে বিভিন্ন খাতে বিশেষ করে টেলিকম ও ডিজিটাল প্রযুক্তি খাত বিদেশি বিনিয়োগের থ্রাস্ট সেক্টরে পরিণত হয়েছে। তিনি বলেন, বাংলাদেশে বিনিয়োগ অত্যন্ত লাভজনক কর্মকা-। বিনিয়োগবান্ধব এ পরিবেশ কাজে লাগিয়ে তিনি জাপানি উদ্যোক্তাদেরকে বিনিয়োগে এগিয়ে আসার আহ্বান জানান।

 কেডিডিআই প্রতিনিধিদল বাংলাদেশে শিগগিরই অফিস স্থাপন করে বিনিয়োগের ক্ষেত্র নির্ধারণে কাজ করবে বলে মন্ত্রীকে অবহিত করেন।

 টেলিযোগাযোগ মন্ত্রী গতবছর জাপানে অনুষ্ঠিত জাপান আইটি উইকে যোগদান করে জাপানি ডিজিটাল প্রযুক্তিখাতের শিল্প উদ্যোক্তা বিশেষ করে জাপানি বৃহত্তম টেলিকম কোম্পানি কেডিডিআই কর্তৃপক্ষের সাথে বাংলাদেশে টেলিকম খাতে বিনিয়োগের সম্ভাবনা তুলে ধরেন এবং বিনিয়োগের আহ্বান জানান। এরই ধারাবাহিকতায় বিনিয়োগের সম্ভাব্যতা যাচাইয়ে কেডিডিআই প্রতিনিধিদল বাংলাদেশ সফর করছেন।

#

শেফায়েত/মাহমুদ/মোশারফ/জয়নুল/২০১৯/১৮৪০ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ৪০৫৮

**জেলেদের নিরাপত্তায় ‘টোরেমলিনো’ ঘোষণায় বাংলাদেশের অনুস্বাক্ষর**

ঢাকা, ৮ কার্তিক (২৪ অক্টোবর) :

 নৌপরিবহন প্রতিমন্ত্রী খালিদ মাহমুদ চৌধুরী নৌযান ও জেলেদের নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে বিশ্ব আইন প্রণয়নে মন্ত্রী পর্যায়ের সম্মেলনে ‘টোরেমলিনো’ ঘোষণায় বাংলাদেশের পক্ষে অনুস্বাক্ষর করেছেন ।

 প্রতিমন্ত্রী গতকাল স্পেনের মালাগা শহরের ভূমধ্যসাগর তীরবর্তী পর্যটন অঞ্চল টোরেমলিনোর কংগ্রেস হলে আন্তর্জাতিক নৌ সংস্থা (আইএমও) আয়োজিত মন্ত্রী পর্যায়ের সম্মেলনে ‘টোরেমলিনো’ ঘোষণায় বাংলাদেশের পক্ষে অনুস্বাক্ষর করেন।

 এ পর্যন্ত বাংলাদেশ-সহ বিশ্বের ৫০টিরও অধিক দেশ টোরেমলিনো ঘোষণাপত্রে অনুস্বাক্ষর করেছে, যা ২০২২ সালের মধ্যে কেপটাউন ২০১২ চুক্তির আলোকে মাছ ধরার নৌযান ও জেলেদের নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে বিশ্ব আইন প্রণয়নে জাতিসংঘের সদস্য দেশসমূহকে আগাম প্রস্তুতি নিতে ও আইন প্রণয়নে তাদের অনুমোদন দিতে উৎসাহিত করবে।

 এ সময় আইএমও’র মহাসচিব কিটাক লিম, বাংলাদেশ প্রতিনিধিদলের সদস্য নৌপরিবহন অধিদপ্তরের মহাপরিচালক কমডোর সৈয়দ আরিফুল ইসলাম, আইএমও-তে বাংলাদেশের অস্থায়ী প্রতিনিধি ড. শাহনেওয়াজ এবং স্পেনে বাংলাদেশ দূতাবাসের কমার্শিয়াল কাউন্সিলর রেদওয়ান আহমেদ উপস্থিত ছিলেন।

 উল্লেখ্য, আইএমও মহাসচিব কিটাক লিম ও জাতিসংঘ মহাসচিবের সমুদ্র বিষয়ক দূত পিটার টমসনের উপস্থিতিতে বিশ্বের ৭০টি দেশের মন্ত্রিবর্গ ছাড়াও ১২৫টি দেশের প্রায় পাঁচ শতাধিক প্রতিনিধি এ সম্মেলনে যোগ দেন।

#

জাহাঙ্গীর/ফারহানা/মোশারফ/জয়নুল/২০১৯/১৭৫০ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর: ৪০৫৭

**বাংলাদেশের আবাসন খাতে বিনিয়োগে মালয়েশিয়ান প্রতিষ্ঠানের আগ্রহ**

ঢাকা, ৮ কার্তিক (২৪ অক্টোবর) :

 বাংলাদেশের আবাসন খাতে বিনিয়োগে আগ্রহ প্রকাশ করেছে মালয়েশিয়ার বিনিয়োগ প্রতিষ্ঠান গ্রীনল্যান্ড-তিতিজায়ার গ্রুপ। গ্রুপটির ম্যানেজিং ডিরেক্টর তান শ্রী দাতো লিম সুন পেং এর নেতৃত্বে এগারো সদস্যের প্রতিনিধিদল আজ সকালে সচিবালয়ে গৃহায়ন ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয়ের সভাকক্ষে গৃহায়ন ও গণপূর্ত মন্ত্রী শ ম রেজাউল করিম এর সাথে সাক্ষাতকালে এ আগ্রহের কথা জানান।

 বৈঠকে রাজধানী উন্নয়ন কর্তৃপক্ষের চেয়ারম্যান ড. সুলতান আহমেদসহ গৃহায়ন ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয়ের উর্ধ্বতন কর্মকর্তাগণ উপস্থিত ছিলেন।

 বাংলাদেশের উন্নয়ন দেখে বিস্ময় প্রকাশ করে মালয়েশিয়ার বিনিয়োগ প্রতিনিধি দল ঢাকার আবাসন খাতে বিজনেস টু বিজনেস অথবা পাবলিক-প্রাইভেট পার্টনারশিপের আওতায় তরুণ কর্মজীবীদের জন্য ‘মাইক্রোহোম’ তৈরীসহ বিভিন্ন বিনিয়োগের প্রস্তাব দেন। প্রতিনিধি দল বৈঠকে বলেন, ‘মাইক্রোহোম’ হবে একটি সমন্বিত ব্যবস্থা যেখানে অফিস সুবিধার পাশাপাশি একই স্থানে আবাসন ও জীবনধারণের সকল ব্যবস্থা থাকবে। ঢাকার মতো ঘনবসতিপূর্ণ শহরে অবিবাহিত ও ছোট একক পরিবারের জন্য ‘মাইক্রোহোম’ ধারণাটি অত্যন্ত সময়োপযোগী। ইতোমধ্যে ইন্দোনেশিয়া, সিঙ্গাপুর, মালয়েশিয়াসহ বিভিন্ন দেশে আবাসন খাতে ‘মাইক্রোহোম’ ধারণা বাস্তবায়ন করা হয়েছে।

 মন্ত্রী এ সময় বলেন, বাংলাদেশের সাথে মালয়েশিয়ার অত্যন্ত বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক বিদ্যমান। বাংলাদেশ এখন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বে উন্নয়নের রোল মডেল। তাঁর নেতৃত্বে বাংলাদেশে বিদেশী বিনিয়োগের সকল সুযোগ-সুবিধা অগ্রাধিকারভিত্তিতে নিশ্চিত করা হয়েছে। সরকার ১২০টির অধিক অর্থনৈতিক অঞ্চল গড়ে তোলার লক্ষ্যে কাজ করছে। রাজউকের পূর্বাচল, ঝিলমিল এবং তুরাগ প্রকল্পে বিনিয়োগ করার জন্য তিনি মালয়েশিয়ান বিনিয়োগকারীদের প্রতি আহ্বান জানান।

#

ইফতেখার/পরীক্ষিৎ/দীপংকর/শামীম/২০১৯/১৬৫৬ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর: ৪০৫৬

স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত সংসদীয় স্থায়ী কমিটির সভায়

**চলমান শুদ্ধি অভিযান অব্যাহত রাখার আশাবাদ**

ঢাকা, ৮ কার্তিক (২৪ অক্টোবর) :

 স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত সংসদীয় স্থায়ী কমিটির অষ্টম বৈঠক কমিটির সভাপতি মোঃ শামসুল হক টুকু-এর সভাপতিত্বে আজ সংসদ ভবনের কেবিনেট কক্ষে অনুষ্ঠিত হয়। কমিটির সদস্য ও স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী আসাদুজ্জামান খান, মোঃ আফছারুল আমীন, সামছুল আলম দুদু, মোঃ ফরিদুল হক খান, পীর ফজলুর রহমান, সুলতান মোহাম্মদ মনসুর আহমদ উক্ত বৈঠকে অংশগ্রহণ করেন।

 বৈঠকের শুরুতেই ক্যাসিনো, অনিয়ম ও দুর্নীতির বিরুদ্ধে চলমান অভিযানকে সাধুবাদ জানিয়ে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাকে আন্তরিক ধন্যবাদ জানান সংসদীয় স্থায়ী কমিটির সভাপতি ও সদস্যবৃন্দ। চলমান এ অভিযান অব্যাহত থাকবে বলে আশাবাদ ব্যক্ত করে স্থায়ী কমিটি।

 জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশতবার্ষিকী ও 'মুজিব বর্ষ ২০২০' উদ্‌যাপন উপলক্ষে জননিরাপত্তা বিভাগ ও এর আওতাধীন সংস্থার সমন্বয়ে গৃহীত কর্মসূচি নিয়ে বৈঠকে আলোচনা হয়। যুক্তরাজ্যে গঠিত বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের হত্যাকাণ্ড সংক্রান্ত তদন্ত কমিশন ও এর কার্যপরিধির বৃত্তান্ত, পুলিশ বাহিনী কর্তৃক বঙ্গবন্ধুর স্মৃতি সংবলিত তথ্যসংগ্রহ ও প্রামাণ্য চিত্র নির্মাণ, প্রতিটি থানায় শিশু, বয়স্কনারী ও প্রতিবন্ধীদের জন্য বিশেষ ডেস্ক চালু, ৯৯৯ ন্যাশনাল ইমারজেন্সি সার্ভিস সেবা আধুনিকীকরণ এবং পরিত্যক্ত বিওপিকে 'বঙ্গবন্ধু শিক্ষা নিকেতন' হিসেবে রূপান্তর সংক্রান্ত কার্যক্রমসমূহ 'মুজিববর্ষ ২০২০' উদ্‌যাপনকল্পে জাতীয় কর্মসূচির অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে বলে জননিরাপত্তা বিভাগের  পক্ষ হতে জানানো হয়।

 প্রধানমন্ত্রীর নির্দেশনা অনুযায়ী কারাগারে ডাক্তার নিয়োগের বিষয়ে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য বৈঠকে আলোচনা হয় এবং এ সংক্রান্ত কার্যক্রম দ্রুত বাস্তবায়নে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষকে নির্দেশনা প্রদান করে সংসদীয় স্থায়ী কমিটি। কারা অধিদপ্তরের ব্যবস্থাপনায় ৫৯টি কারাগারে মাদকাসক্ত নিরাময় ইউনিট চালু করা হয়েছে ও পর্যায়ক্রমে প্রতিটি কারাগারে তা স্থাপনের মাধ্যমে মাদকাসক্ত বন্দিদের স্বাভাবিক জীবনে ফিরিয়ে আনাসহ দক্ষ জনশক্তিতে রূপান্তর করার ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে বলে সভায় জানানো হয়। কারাগারে চলমান প্রকল্পসমূহের কাজ দ্রুততম সময়ের মধ্যে সম্পাদন ও বাংলাদেশ পুলিশের কার্যক্রম বিষয়েও বৈঠকে আলোচনা হয়।

 স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তাগণ, বাংলাদেশ পুলিশের মহাপরিদর্শক, অধীনস্থ সংস্থা প্রধানগণ বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন।

  #

মোকাম্মেল/পরীক্ষিৎ/রেজ্জাকুল/শামীম/২০১৯/১৬৩০ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর: ৪০৫৫

**বঙ্গবন্ধুর জন্মশতবার্ষিকীতে গড়ে উঠছে বঙ্গবন্ধুকে নিয়ে আর্কাইভ**

ঢাকা, ৮ কার্তিক (২৪ অক্টোবর) :

 ‘জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের রাজপথের সংগ্রাম, দীর্ঘ কারাবাসসহ দেশ গড়ার কাজে নেতৃত্বদানের নানা দিক সম্পর্কে জানতে আগ্রহী নতুন প্রজন্ম। তাই দেশে-বিদেশে বঙ্গবন্ধুর জীবন ও কর্মভিত্তিক ভিডিও ফুটেজ, পত্রপত্রিকার সংবাদের ক্লিপিংসহ ডিজিটাল তথ্যসমূহ এক জায়গায় সংরক্ষিত করা প্রয়োজন। জাতীয়ভাবে আর্কাইভ গড়ে তোলার মাধ্যমে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশতবার্ষিকী ও মুজিববর্ষ উদ্‌যাপনের আয়োজনে জাতি দেশের স্বাধীনতার স্থপতিকে আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জানাতে চায়।’

 জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশতবার্ষিকী উদ্‌যাপন জাতীয় বাস্তবায়ন কমিটির প্রধান সমন্বয়ক ড. কামাল আবদুল নাসের চৌধুরী আজ কমিটির কার্যালয় আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউটে বঙ্গবন্ধুর ওপর আর্কাইভ স্থাপন সংক্রান্ত এক সভায় সভাপতির বক্তব্যে এ কথা বলেন।

 বাংলাদেশ ফিল্ম আর্কাইভ, প্রেস ইনস্টিটিউট বাংলাদেশ, চলচ্চিত্র ও প্রকাশনা অধিদপ্তর, আর্কাইভস ও গ্রন্থাগার অধিদপ্তর, বাংলাদেশ টেলিভিশনসহ বেসরকারি টেলিভিশন চ্যানেলে বঙ্গবন্ধুর ভাষণ ও কর্মভিত্তিক ভিডিও ফুটেজগুলো এটুআই প্রকল্পের সহায়তায় নিজস্ব আর্কাইভ গড়ে তোলা হবে। পাশাপাশি জাতীয়ভাবে সংরক্ষণের প্রয়োজনে আর্কাইভস ও গ্রন্থাগার অধিদপ্তরের বঙ্গবন্ধু কর্নারের আর্কাইভে সংরক্ষণ করা হবে বলে সভায় সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। বঙ্গবন্ধু আর্কাইভের পুরো বিষয়টি সমন্বয় করবে আর্কাইভস ও গ্রন্থাগার অধিদপ্তর।

 আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউটের মহাপরিচালক জীনাত ইমতিয়াজ আলী এই সভায় বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন। এটুআই-এর সহায়তায় ইনস্টিটিউট কার্যালয়ে ১২ ফুট ৮ ফুট মাপের ইন্টারঅ্যাকটিভ কিওস্কসহ ভিডিও ওয়াল স্থাপন করা হবে বলে তিনি জানান। একই রকমের ভিডিও ওয়ালসহ ডিজিটাল ক্যানভাস জাতীয় জাদুঘরসহ নির্দিষ্ট কিছু প্রতিষ্ঠানেও গড়ে তোলা হবে।

 বঙ্গবন্ধুর জীবন ও আদর্শকে ভার্চুয়াল রিয়েলিটি ও হলোগ্রাফের মাধ্যমে নতুন প্রজন্মের কাছে আরো ভালভাবে তুলে ধরার লক্ষ্যে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগ ইতোমধ্যে পরিকল্পনা গ্রহণ করেছে। এই পরিকল্পনার সহযোগিতা নিয়ে আর্কাইভে একই সুবিধা রাখার সিদ্ধান্ত বাস্তবায়নে কার্যক্রম জোরদার করার কথা সভায় বলা হয়।

 বাংলাদেশ ফিল্ম আর্কাইভের মহাপরিচালক বিধান চন্দ্র কর্মকার, আর্কাইভস ও গ্রন্থাগার অধিদপ্তরের মহাপরিচালক ফরিদ আহমেদ ভুঁইয়া, জাতীয় কবিতা পরিষদের সাধারণ সম্পাদক ও দেশ টিভির পরিচালক তারিক সুজাতসহ সংস্কৃতি মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ ফিল্ম আর্কাইভ, এটুআই প্রকল্প, আর্কাইভস ও গ্রন্থাগার অধিদপ্তর ও জাতীয় বাস্তবায়ন কমিটির ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তাবৃন্দ সভায় উপস্থিত ছিলেন।

#

নাসরীন/পরীক্ষিৎ/জসীম/রেজ্জাকুল/শামীম/২০১৯/১৬৫৫ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর: ৪০৫৪

**বিশ্বব্যাংকের ‘ডুইং বিজনেস ২০২০’ তালিকায় বাংলাদেশ আট ধাপ এগিয়েছে**

ঢাকা, ৮ কার্তিক (২৪ অক্টোবর) :

 বিশ্বব্যাংকের ‘ডুইং বিজনেস ২০২০’ সূচকে গত বছরের চেয়ে ৮ ধাপ এগিয়ে বর্তমানে বাংলাদেশের অবস্থান ১৬৮তম। বর্তমান সূচকে বাংলাদেশের গড় পয়েন্ট ৪৫, যা গতবারের চেয়ে ৩ দশমিক শূন্য ৩ পয়েন্ট বেশি।

 ‘ডুইং বিজনেস ২০২০' প্রকাশনা উপলক্ষে বাংলাদেশ বিনিয়োগ উন্নয়ন বোর্ড আজ প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ে একটি সংবাদ সম্মেলন আয়োজন করে। এতে প্রধানমন্ত্রীর বেসরকারী শিল্প ও বিনিয়োগ উপদেষ্টা সালমান ফজলুর রহমান প্রধান অতিথি হিসেবে বক্তব্য রাখেন।

 উপদেষ্টা বলেন, অতীতে এই সূচকে বাংলাদেশের অবস্থান খুব সামান্যই পরিবর্তিত হয়েছে। এবার বাংলাদেশ ৮ ধাপ এগিয়েছে। এছাড়া সবচেয়ে ভালো করা ২০টি দেশের মধ্যে বাংলাদেশ রয়েছে।

 তিনি বলেন, এই সূচকে বাংলাদেশের উন্নতির প্রচেষ্টা শুরু হয়েছে বেশিদিন হয়নি। এ বছর আওয়ামী লীগ সরকার পুনরায় ক্ষমতায় আসার পরই এই প্রচেষ্টার ওপর গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। সূচকের অগ্রগতি বা অবনতি সংক্রান্ত তথ্য নথিবদ্ধ করার শেষ সময় এপ্রিল মাস হওয়াতে বাংলাদেশের হাতে বেশি সময় ছিল না।

 বাণিজ্য সহজীকরণের লক্ষ্যে সরকারের নীতির অনেক পরিবর্তন করা হয়েছে জানিয়ে তিনে বলেন, বর্তমানে এই পরিবর্তনের প্রায়োগিক বাস্তবায়নের ওপর সরকার জোর দিচ্চ্ছে যাতে সকল উপকারভোগী নতুন নীতির সুফল পান। সরকার সংশ্লিষ্ট অনেক গুরুত্বপূর্ণ আইন সংশোধনেরও উদ্যোগ নিয়েছে।

 অনুষ্ঠানে প্রধানমন্ত্রীর মুখ্যসচিব মোঃ নজিবুর রহমান, প্রধান সমন্বয়ক (এসডিজি) আবুল কালাম আজাদ, বাংলাদেশ বিনিয়োগ উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ-এর নির্বাহী চেয়ারম্যান সিরাজুল ইসলাম অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখেন। লেজিসলেটিভ ও সংসদ বিভাগের সিনিয়র সচিব মোহাম্মদ শহিদুল হক ও অর্থ সচিব মো. আবদুর রউফ তালুকদার সাংবাদিকদের বিভিন্ন প্রশ্নের উত্তর দেন। সংবাদ সম্মেলনে সরকারের ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তা ও ব্যবসায়ী নেতৃবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন।

#

শহীদুল/অনসূয়া/পরীক্ষিৎ/দীপংকর/শামীম/২০১৯/১৬১০ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর: ৪০৫৩

**শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত সংসদীয় স্থায়ী কমিটির বৈঠক**

ঢাকা, ৮ কার্তিক (২৪ অক্টোবর) :

 শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত সংসদীয় স্থায়ী কমিটির ৫ম বৈঠক আজ কমিটির সভাপতি মোঃ মুজিবুল হক এর সভাপতিত্বে সংসদ ভবনে অনুষ্ঠিত হয়।

 নির্মাণখাত (ইমারত) এবং জাহাজ ভাঙ্গা শিল্পে নিয়োজিত কর্মক্ষেত্রে শ্রমিকদের ব্যক্তিগত নিরাপত্তা নিশ্চিত কল্পে মন্ত্রণালয় কর্তৃক গৃহীত পদক্ষেপসমূহ সম্পর্কে বৈঠকে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়।

 শ্রমিকদের নিরাপত্তার স্বার্থে এবং কর্মরত অবস্থায় ঝুঁকি হ্রাস করতে বিরাজমান শ্রম আইন অনুসরণ করতে কমিটি সুপারিশ করে। কমিটি কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তরের এবং শ্রম অধিদপ্তরের কাজের গতি বাড়াতে প্রয়োজনীয় জনবল বাড়াতে সুপারিশ করে।

 নির্মাণ শিল্পে শ্রমিকদের নিয়োগের পূর্বে তাদের নিরাপত্তার বিষয়টি নিশ্চিত করার পাশাপাশি কাজের ক্ষেত্র অনুযায়ী দক্ষতা বৃদ্ধির জন্য প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নিতে কমিটি বৈঠকে সুপারিশ করে।

 কমিটির সদস্য শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের প্রতিমন্ত্রী মন্নুজান সুফিয়ান, শাজাহান খান, মোঃ ইসরাফিল আলম, মোঃ নজরুল ইসলাম চৌধুরী শামসুন নাহারসহ শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের অতিরিক্ত সচিব, কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তরের মহাপরিদর্শক এবং মন্ত্রণালয় ও সংসদ সচিবালয়ের সংশ্লিষ্ট ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তাবৃন্দ বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন।

 #

সাব্বির/পরীক্ষিৎ/জসীম/শামীম/২০১৯/১৬৪৫ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর: ৪০৫২

**বস্তুনিষ্ঠ সংবাদ প্রকাশে গণমাধ্যমের প্রতি স্পিকারের আহ্বান**

ঢাকা, ৮ কার্তিক (২৪ অক্টোবর) :

 স্পিকার ড. শিরীন শারমিন চৌধুরী বলেছেন, প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বে বাংলাদেশ এখন অবাধ তথ্য প্রবাহের সুবর্ণ সময় অতিবাহিত করছে। বস্তুনিষ্ঠ সংবাদ সকলের কাছে পৌঁছে দেওয়া গণমাধ্যমের অন্যতম দায়িত্ব জানিয়ে নির্ভীক সাংবাদিকতার মাধ্যমে বস্তুনিষ্ঠ সংবাদ প্রকাশের জন্য গণমাধ্যমের প্রতি আহবান জানান তিনি। তিনি বলেন, গণমাধ্যমের কার্যকর ভূমিকা গণতান্ত্রিক চর্চাকে আরো শক্তিশালী করতে পারে।

 ইংরেজি দৈনিক ‘ডেইলি সান’ এর নবম বর্ষপূর্তি উপলক্ষে আজ রাজধানীতে পত্রিকাটির কার্যালয়ে আয়োজিত অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তব্যে স্পিকার এসব কথা বলেন।

 স্পিকার কেক কেটে দৈনিক ডেইলি সান এর প্রতিষ্ঠাবার্ষিকীর দিনব্যাপী অনুষ্ঠানের শুভ সূচনা করেন।

 অনুষ্ঠানে স্বাগত বক্তব্য রাখেন ডেইলি সানের সম্পাদক এনামুল হক চৌধুরী। সম্মানিত অতিথি হিসেবে বক্তব্য রাখেন বসুন্ধরা গ্রুপ ও ইস্ট ওয়েস্ট মিডিয়া গ্রুপের চেয়ারম্যান মোঃ আহমেদ আকবর সোবহান। ব্রাজিলের রাষ্ট্রদূত হোয়াও তাবাজারা ডি অলিভেরা, বাংলাদেশ সংবাদ সংস্থার ব্যবস্থাপনা পরিচালক আবুল কালাম আজাদ, কালের কন্ঠের সম্পাদক ইমদাদুল হক মিলন, বাংলাদেশ প্রতিদিনের সম্পাদক নঈম নিজাম এ সময় উপস্থিত ছিলেন।

#

তারিক/পরীক্ষিৎ/দীপংকর/শামীম/২০১৯/১৫২৭ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর: ৪০৫১

 আজারবাইজানের জ্বালানি মন্ত্রীর সাথে জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ প্রতিমন্ত্রীর সৌজন্য সাক্ষাৎ

ঢাকা, ৮ কার্তিক (২৪ অক্টোবর) :

 বিদ্যুৎ, জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ প্রতিমন্ত্রী নসরæল হামিদ গতকাল আজারবাইজানের জ্বালানি মন্ত্রী পারভিজ শাহবাজভ (Parviz Shahbazov)-এর সাথে বাকুস্থ জ্বালানি মন্ত্রণালয়ের সম্মেলনকক্ষে সাক্ষাৎ করেন। এ সময় তাঁরা পারস্পরিক স্বার্থ সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন বিষয় নিয়ে আলোচনা করেন।

 আজারবাইজানের জ্বালানি মন্ত্রী বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বের ভূয়সী প্রশংসা করে বলেন, বাংলাদেশ দ্রুততার সাথে উন্নয়ন করছে। এ সময় তিনি আজারবাইজানের রাষ্ট্রীয় কোম্পানির সাথে বাংলাদেশের রাষ্ট্রীয় কোম্পানির সহযোগিতার ওপর গুরুত্বারোপ করে বলেন, পারস্পরিক সহযোগিতা উভয় দেশের উন্নয়নে অবদান রাখবে। তিনি আজারবাইজানের তেল ও গ্যাস প্রকল্প, বিদ্যুৎখাত, নবায়নযোগ্য জ্বালানির সম্ভাবনা ও লক্ষ্য নিয়ে আলোচনা করেন।

 বাংলাদেশের সার্বিক উন্নয়নের জন্য প্রশংসা করায় বিদ্যুৎ, জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ প্রতিমন্ত্রী নসরæল হামিদ আজারবাইজানের জ্বালানি মন্ত্রীকে ধন্যবাদ জানিয়ে বলেন, এক সাথে কাজ করার অনেক ক্ষেত্র রয়েছে। বিদ্যুৎ ও জ্বালানিখাতের অনেক উপখাত রয়েছে, যেখানে আজারবাইজানের অভিজ্ঞতা কাজে লাগবে। সোলার হোম সিস্টেম স্থাপনে বাংলাদেশ বিশ্বের মধ্যে প্রথম। বর্তমানে ৫ দশমিক ৮ মিলিয়ন সোলার হোম সিস্টেম স্থাপন করা হয়েছে। নবায়নযোগ্য জ্বালানি হতে বিদ্যুৎ উৎপাদন খরচ হ্রাসেও একসাথে অভিজ্ঞতা শেয়ার করা যেতে পারে।

 উল্লেখ্য যে এনার্জি চার্টার সম্মেলনে অংশ নিতে বিদ্যুৎ, জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ প্রতিমন্ত্রী এখন আজারবাইজানের রাজধানী বাকুতে অবস্থান করছেন।

#

আসলাম/অনসূয়া/পরীক্ষিৎ/দীপংকর/শামীম/২০১৯/১২৩০ ঘণ্টা